গাংনীতে ইটভাটার মাটি বহন ট্রাক্টরের জন্য সড়কে সমস্যা

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এর বাঁশবাড়ীয়া বাজার থেকে চিতলা, নিত্যান্দপুর টেপা ও পাকুড়িয়া হয়ে বারাদি যাবার রাস্তায় প্রতিদিন শত শত বিভিন্ন ধরণের যানবাহন চলাফেরা করে।

এই সড়কের পাশে ২টি ইটভাটা আছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মাটি বোঝাই ট্রাক্টর চলাচল করে। যার ফলে এতদা অঞ্চলের গ্রামবাসীর জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের মুদি দোকানদার মাছুদ জানান, প্রতিদিন প্রায় ৩০টির বেশি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর এই রাস্তা দিয়ে চলাচলের কারণে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের জামে মসজিদের মুসল্লিরা জানান, এই গ্রামে ২টি মসজিদ যা রাস্তার পাশে অবস্থিত। মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের শব্দের কারণে নামাজ কালাম পড়াতে সমস্যা হয়।

পথচারী রহিদুল ইসলাম জানান, ইটভাটার মাটি বহন ট্রাক্টরের কাঁদা মাটির জন্য আমি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হই।

শত শত মানুষের অভিযোগ মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের কারণে শিশু কিশোররা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেনা। অতিরিক্ত ধূলাবালি ও দুর্ঘটনার ভয়ের কারণে শিশু কিশোরদের মনের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ি ঘরের জিনিসপত্র ধূলাবালিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলেন ওয়ার্ডবাসীকে সাথে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহামেদ আলী বলেন, আমি গাংনীর বাহিরে আছি। পৌরসভার রাস্তায় ইটভাটার মাটি বহনের ট্রাক্টর চলাফেরা করতে পারবে না।

পৌরবাসীর চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় সেই ধরণের যানবাহন চলতে পরবে না।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

গাংনী উপজেলার ভোমরদাহ গ্রামে ‘বন্ধন’ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার বিকেলে ভোমরদাহ গ্রামের শতাধিক অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণের উদ্যোগ নেয় সংগঠনটি।

এ সময় বন্ধন সংগঠন এর সভাপতি আবুল কালাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএটিবি এরিয়া ম্যানেজার এসএম কামাল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রফেসর রেজাউল হক, বন্ধন এর সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আল আমিন, সাবেক ইউপি সদস্য দাউদ হোসেন ও বন্ধনের প্রচার সম্পাদক দিনাজ হাসান।

মেহেরপুরে দেড় মাসে প্রায় ৭০ লাখ টাকার ফসল কর্তন

এম এফ রুপক / ফয়সাল আহম্মেদ
মেহেরপুরে ফসলের উপর শত্রুতা যেন থামছেই না। একের পর এক ফসলের জমি থেকে ফসল কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে দূর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবারও ঘটেছে এক চাষির গম ক্ষেত কেটে নষ্ট করার ঘটনা।

এ নিয়ে গত এক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ডজন খানেক চাষির জমিতে হামলা চালিয়ে উঠতি ফসল কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এছাড়াও পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লাখ লাখ টাকার মাছ মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। এতে চাষিদের লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হলেও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন।

এ ধরনের অনেক অভিযোগ থাকলেও এখনো অধরা অভিযুক্তরা। কখনো চাদা না পেয়ে আবার কখনো শত্রুতা করে এই ফসল কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছে চাষিরা। এছাড়াও জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরেও এ ধরণের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছে অনেকেই। মাস খানেকের মধ্যে এতগুলো ফসল

কেটে নষ্ট করার ঘটনায় উদ্বিগ্ন এলাকার চাষিরা। দামি ফসল গুলো এইভাবে কেটে নষ্ট করায় অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের মিনারুল নামের এক গম চাষির এক বিঘা জমির গম কেটে নষ্ট করেছে প্রতিপক্ষরা। এতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে তার। এ বিষয়ে মিনারুল ইসলাম জানান, জমিতে সেচ দেওয়াকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের লোকমান নামের এক জনের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। এ নিয়ে লোকমান আমাকে হুমকি দিয়ে বলে “জমির গম কিভাবে তুলবি, দেখে নেবো”। পরে লোকমান, আসমানি ও সাহাদৎ মিলে আমার এক বিঘা জমির গম কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

গত ১৬ জানুয়ারি মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে চাঁদা না পেয়ে দুই বিঘা জমির পেঁয়াজ কেটে নষ্ট করার ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী চাষি ফয়জদ্দিন আলীর ক্ষতি হয়েছে প্রায় এক লাখ টাকা। এ বিষয়ে ফয়জদ্দিন জানান, একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন দিয়ে প্রতিনিয়তই চাঁদা চাইতো। আমি চাঁদা দিতে না চাইলে তারা আমার পেঁয়াজ কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

গত ২৫ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলার যুগিরগোফা গ্রামে ঘটেছে মাছ মারার ঘটনা। বড় আশা করে অনেক স¦প্ন নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছিল যুগিরগোফা গ্রামের ৬ জন মাছ চাষি। কিন্তু দূর্বৃত্তদের বিষ প্রয়োগের ফলে মাছ গুলো মারা যায়। এতে নিমিষেই স¦প্ন শেষ হয়ে যায় তাদের। ক্ষতিগ্রস্ত চাষি আব্দুল লতিফ, ঠান্ডু মিয়া, আনিস, ইদ্রিস, খলিল মেম্বর ও দুখু মিয়া জানান, আমাদের প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। রাতের আঁধারে এই ধরণের নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে দুর্বিত্তরা।

একই উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে ঘটেছে তামাক কেটে নষ্ট করার ঘটনা। গত ৭ জানুয়ারি গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মাঠে ২ বিঘা জমির তামাক কেটে নষ্ট করেছে দুর্বিত্তরা। লোন করে তামাক চাষ করে এখন চরম বিপাকে পড়েছে একই গ্রামের ভুক্তভোগী চাষি মুরাদ আলী।

এছাড়াও ঢেপা গ্রামে ঘটেছে উঠতি কলা কাটার ঘটনা। গত ১৫ জানুয়ারী রাতে শত্রুতা করে এমন কাজ করেছে বলে জানায় ভুক্তভোগী চাষি চান মিয়া। চরগোয়াল গ্রামে কলা চাষি হাবিব উদ্দিনের সাথে একই ঘটনা ঘটেছে। এখানে প্রায় ৩শ টি কলার কাঁদিসহ গাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি ব্যবস্থা গ্রহণের আশ^◌াস দিলেও

মেলেনি সুফল।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামেও ঘটেছে কলা গাছ কাটার ঘটনা। এখানেও দুই বিঘা জমির কলা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল সদর থানায়। এছাড়াও মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক পাড়ায় ঘটেছে একই ঘটনা। আবু তাহের নামের এক চাষির দুইবিঘা জমির কলা কেটে নষ্ট করেছে দূর্বৃত্তরা। এতে প্রায় দ্ইু লাখ টাকার ক্ষতি হয় তার।

মেহেরপুর নতুন বাস টার্মিনালের পাশে একটি জমির মরিচ গাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় ১০ কাঠা জমির মরিচ গাছ কেটে উজাড় করে দেওয়া হয়েছিল। মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের গত ১২ ডিসেম্বরে ঘটেছিল কলা গাছ কাটার ঘটনা। এখানেও দুই বিঘা জমির কলা কেটে নষ্ট করেছিল দূর্বৃত্তরা। ভুক্তভোগী চাষি একই গ্রামের শাহীন জানান, রাতের আঁধারে কে বা কারা এই ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছিল।

যে কারণেই হোক না কেন ব্যক্তির উপর রাগ ফসলের উপর দেখানো খুবই জঘন্য। চাষিদের ফসল কেটে নষ্ট করার সাথে যারা জড়িত তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

এমনটিই মন্তব্য করেছেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ। এছাড়াও তিনি বলেন, ফসল কেটে নষ্ট করার ঘটনা ইতোমধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় ঘটেছে। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে চাষিরা আতঙ্কে থাকবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রসাশন) জামিরুল ইসলাম বলেন, এ ধরণের ঘটনা ঘটছে এটা আমরা শুনেছি। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগও আমাদের কাছে এসেছে। তবে যারা এই ধরণের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করছি অতি দ্রুত তাদের আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

গাংনীতে মাদকসহ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা ফেনসিডিল, মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার ভোরের দিকে ধলা সীমান্ত ফাঁড়ি বিজিবি সদস্যরা টহলের সময় ধলার মাঠ থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১০ বোতল মদ এবং ২’শ পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ধলা সীমান্তে বিজিবি নায়েক ফারুক সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিজিবি টহল দল টহল শেষে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় মদ, ফেন্সিডিল ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেন।

গাংনী- কাথুলী সড়কে পুলিশের টহলদল যাওয়ার পরেই ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা গাংনী-কাথুলী সড়কে ধলারমাঠ এলাকায় গত রাত ১২টায় তিনজন পথচারি ডাকাতির শিকার হন। নগদ টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেদম মারধর করে ডাকাতদল।

আহত হয়েছেন সদর উপজেলার কুলবাড়ীয়া গ্রামের মিল্টন হোসেন, মোহব্বত আলী, আরিফ হোসেন।

আহতরা বলেন, রাতে গাংনী থেকে একটি ওয়াজ শুনে বাড়ি ফেরার পথে ধলার মাঠে ৭/৮ জনের মত একটি ডাকাত দল গাড়ি থামিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। পরে পকেটি থেকে মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে সটকে পড়ে।

ডাকাতির শিকার হওয়া মিল্টন হোসেনের শ্বশুর খাইরুল সকালে মুঠোফোনে বলেন, গতরাতে ডাকাত দল প্রথমেই তাঁর জামাই মিল্টনকে মারধর করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে । ওই সড়কে এর আগেও অনেকবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গরু ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ ছয়

লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভুমিকার আরো জোরালো থাকলে এসকল ডাকাতদল সক্রিয় হতে পারতো না বলে অভিমত স্থানীয়দের।

জানতে চাইলে ধলা পুলিশ ফাড়ির উপ পরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম বলেন, ওই সড়কটিতে প্রতিরাতে পুলিশের একটি টহলদল থাকে। গতরাতে ১২টায় টহলদলটি একটি ওয়ারেন্ট আসামি আটক করার জন্য চলে আসে। এর পরেই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার ধলার মাঠে এক সময় রাতের বেলায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। পুলিশের ব্যপক তৎপরতার কারণে ডাকাতির ঘটান উপজেলাতে একেবারে কমে গিয়েছিলো। অপরাধিদের আটক করার জন্য একাধিক পুলিশের দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

গাংনীর ৬ ইট ভাটায় সন্ত্রাসীদের হামলা

গাংনীর বিভিন্ন ইট ভাটায় হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় চাঁদা টাকা দাবি করলে না দেওয়ায় শ্রমিকদের মারধর করে । সেই সাথে চাঁদার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটাগুলো বন্ধ রাখার হুমকি দেয় তারা।

খোঁজ নিয়ে জানাযায়, গাংনীর ছয়টি ইট ভাটায় শ্রমিকদের মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা, সেই সাথে চাঁদার দাবি করে।

সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ইটভাটায় হানা দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। তাদের দেওয়া শর্তমতে চাঁদা না দিলে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটা মালিকরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে যখন শ্রমিকরা ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন সে সময় ১০/১৫ জন

সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রথমে থানা রোডে পান্না ব্রিকসে হানা দেয়। এসময় ইট পোড়ানোর শ্রমিকদের মারধর করে। পর্যায় ক্রমে পার্শ্ববর্তী দোয়েল ব্রিকস, পায়রা ব্রিকস, টুইস্টার ব্রিকস, আস্থা ব্রিকস ও এএসবি ব্রিকসে হানা দিয়ে তাণ্ডব চালায়।

এএসবি ব্রিকস স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে শ্রমিকদের মারধর করে ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় ইটভাটার পরিবহনের যানবাহনে ভাঙচুর চালায় তারা।

ইট ভাটা মালিকরা জানান, সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের বেধড়ক মারপিট করে। সামান্য আহত কয়েক জন শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা পাঁচটি ইটভাটা তেই কাগজে লিখে একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। চাঁদা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটা বন্ধ রাখতে হুমকি দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা।

বিষয়টি নিয়ে ইটভাটাগুলোতে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে আজ সকাল থেকেই ইটভাটার কার্যক্রম চালু থাকলেও রাতে শ্রমিকরা আর কাজ করতে চাইছে না।
এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর জিডি দায়ের করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে চোর সন্দেহে শিশুসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীতে চোর সন্দেহে পৃথক অভিযানে এক শিশুসহ ৬ জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। রোববার দিবাগত মধ্যরাতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় ।

আটককৃতরা হলো উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের কাওছার মণ্ডলের ছেলে আয়নাল হক (৩৫), গাংনী পৌর এলাকা মহিলা কলেজ পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাবিবুর রহমান (২৮), সাহারবাটি গ্রামের ক্লাব

পাড়ার দেলশাদ হোসেনের ছেলে মানিক হোসেন (২০), ফতাইপুর গ্রামের মন্ডল শেখের ছেলে জনি (৩৭), পূর্ব মালসাদহ গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে আব্দুল হালিম (২৩), পূর্ব মালসাদহ গ্রামের কাওছার আলী ছেলে সিহাব আলী (১৪)।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ইতোপূর্বে গাংনী থানায় তাদের বিরুদ্ধে চুরি মামলা রয়েছে তাই তাদের সন্দেহমূলক আটক করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মুক্তি পেল চেংগাড়া গ্রামের অবরুদ্ধ পঞ্চাশ পরিবার

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের এক দখলবাজের আবদ্ধতা থেকে রেহায় পেয়েছে অন্তত পঞ্চাশটি পরিবার। সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় আবদ্ধকৃত রাস্তাটিতে রাখা বালি অপসারণ করা হয়। রাস্তায় রাখা বালি অপসারনের পর উন্মুক্ত হয় ভুক্তভোগী পরিবারগুলি। উন্মুক্ত রাস্তায় চলাফেরা করতে পেরে ভুক্তভোগীসহ শিশু কিশোরদের মাঝে বইছে নতুন উল্লাশ।

সোমবার দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “গাংনীতে জোরপুর্বক রাস্তা দখল। আবদ্ধ অর্ধশত পরিবার” শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি প্রকাশের পর স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখে রাস্তাটি মানুষ চলাচলালের উপযোগী করেন। প্রশাসনের ভুমিকা ও স্থানীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ভুক্তভোগীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ গাংনী উপজেলার চেংগাড়া ডাক্তার পাড়ায় মানুষ চলাচলের একমাত্র শত বছরের রাস্তা দখল করে বালি রাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে প্রায় পঞ্চাশ পরিবার। মালিকানা জমির দাবী করে রাস্তা ওপর বালি রাখায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাস্তার ওপর থেকে বালি অপসারণ

পঞ্চাশ পরিবারের চলাচলের একমাত্র রাস্তাটি যেন আর আবদ্ধ না হয় তার জন্য প্রশাসনের ভুমিকা রাখতে সবিনয়ে অনুরোধ করেন।

গাংনীতে জোরপুর্বক রাস্তা দখল, আবদ্ধ অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া ডাক্তার পাড়ায় মানুষ চলাচলের একমাত্র শত বছরের রাস্তা দখল করে বালি রাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। প্রশাসনকে বার বার অভিযোগ করে সমস্যার সমাধান পাইনি ভুক্তভোগী পরিবার।

মালিকানা জমির দাবী করে রাস্তা ওপর বালি রাখায় এ সমস্◌্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার ওপর থেকে দ্রত বালি অপসারণ করে আবদ্ধ পরিবারদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করার দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, চেংগাড়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তার বাড়ির সামনের শত বছরের মানুষ চলাচলের একটি রাস্তা দখল করে তামাকঘর নির্মাণ করছিলেন। এবিষয়ে স্থানীয়রা আদালতে মামলা করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গাংনী থানায় আদেশ জারি করেন স্থানীয় আইন শৃংখলা বজায় রাখতে।

গাংনী থানা পুলিশ তোফাজ্জেল হোসেনের তামাক ঘর নির্মাণ কাজ স্থগীত করেন এবং বালি অপসারণ করে স্থানীয়দের যাতায়াত নিশ্চিত করতে বলেন। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও বালি অপসারণ করেনি তোফাজ্জেল হোসেন। বালি রাখার পর থেকেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে অর্ধশত পরিবার। শিশু কিশোরসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরে গাংনী উপজেলা প্রশাসনকে কয়েকবার অবহিত করেন স্থানীয়রা। তবুও কোনো সুরাহা না হওয়ায় রাস্তার দাবীতে রবিবার দুপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা।

গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে এনামুল হক, ছহিরুদ্দীন, রফিজউদ্দিনের

ছেলে আব্দুল বারিসহ উপস্থিত স্থানীয়রা জানান, এটি প্রায় শত বছর ধরে মানুষ চলাচল করে। প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের একমাত্র রাস্তা এটি।

সরকারি টাকায় কয়েকবার মাটি ভরাটের কাজ করে স্থানীয় শোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ। হঠাৎ রাস্তাটি বন্ধ করে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে তোফাজ্জেল হোসেন। এ নিয়ে কয়েকবার রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে তোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে পারুলা খাতুন বলেন, জমিটি আমাদের নিজস্ব মালিকানা তাই বালি রাখা হয়েছে। আমাদের নামে কাগজপত্র রয়েছে।

তোফাজ্জেল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা হলে তিনি বলেন, আমি বয়েকদিন পর বালি অপসারণ করব। তবে জমি আমার নামে খতিয়ান ভুক্ত হয়েছে। সরকারি খতিয়ানভুক্ত রাস্তা না।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ভুমি অফিস ডহর উল্লেখ করে রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে বলে প্রত্যয়ন প্রদান করেন তহশিলদার। জনগণের রাস্তা হিসেবে সরকারি অর্থে মাটি ভরাটের কাজ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে মর্তে প্রত্যয়ন দেন ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ করতে বলেন। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা নুর-ই- আলম সিদ্দিকী বলেন, রাস্তা হিসেবে ব্যাবহার করা হলেও সেটি মালিকানা খতিয়ান ভুক্ত তাই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি বিভিন্ন মহল থেকে জানতে পেরে এসিল্যান্ড সাহেবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।